নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

আবার মুখরিত জাদুঘর অঙ্গন

২০২১ সাল আমাদের জন্য শুরু হলো আশার বার্তা নিয়ে। কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে ২০২০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে বন্ধ হয়ে যায় সকল প্রকার জনসমাবেশ। স্থগিত হয়ে যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ মুজিববর্ষের জাতীয় অনুষ্ঠানও। বন্ধ হয়ে যায় সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী অতিমারির কবলে পড়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। বাতিল করতে হয় জাদুঘরের চব্বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী স্বাধীনতা উৎসব, নববর্ষ বরণ উৎসবসহ নিয়মিত কিছু বার্ষিক কর্মসূচি। কিন্তু দ্রুতই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার একঝাঁক উদ্যমী কর্মীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে উদ্ভাবনী উপায়ে নতুন পরিস্থিতি মোবাবেলায় সক্রিয় হয়ে জাদুঘরের সুনির্দিষ্ট বার্ষিক কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তার্জাতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রয়াস গ্রহণ করে। অনলাইনে অনুষ্ঠিত হতে থাকে একের পর এক অনুষ্ঠান। নতুন করে শুরু হয় 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'র অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে), ফিল্ম সেন্টার, অডিও-ভিজ্যুয়াল (এভি) সেন্টার, গবেষণা বিভাগ ও আর্কাইভ বিভাগের স্বেচ্ছাকর্মী এবং জাদুঘরের কর্মীদের সক্রিয় কর্মতৎপরতায় ভার্চুয়াল জগতে জাদুঘরের উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল। অনলাইনে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস, বিশ্ব শরণার্থী দিবস, সুফিয়া কামাল-জাহানারা ইমাম স্মরণ, তাজউদ্দীন আহমদ শ্রদ্ধাঞ্জলি, বজলুর রহমান স্মৃতিপদক প্রদান, হিরোশিমা দিবস, বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচি পালন, সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড-৭১, বিশ্ব অহিংসা দিবস, আন্তার্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস, নানা আয়োজনে 'মানবাধিকার দিবস থেকে বিজয় দিবস' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী বিজয় উৎসব পালিত হয়। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক মাসব্যাপী কর্মশালা আয়োজন, পাঁচটি নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম অনলাইনে মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব ও কর্মশালা, বিভিন্ন সময়ে গণহত্যা ও বিচার বিষয়ক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার আয়োজন, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন-সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণসহ নানা আয়োজনে অতিমারির এই কালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ছিল কর্মমুখর। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য জাদুঘর গ্যালারির দরজা বন্ধ থাকায় প্রায় নয় মাস কাল জাদুঘরের আঙিনা ছিল কিছুটা নীরব। গত ৮ জানুয়ারি ২০২১ থেকে সেই নীরবতা ভেঙে মুখরিত হয়ে উঠেছে জাদুঘর প্রাঙ্গণ। ঐ দিন থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং জাদুঘর পরিচালিত মিরপুরে অবস্থিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের দরজা।

রফিকুল ইসলাম

সুরক্ষাবিধি মেনে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বক্তৃতা ও প্রদর্শনী

কারাশৃংখল ভেঙে লন্ডনে বঙ্গবন্ধু

বিশ্বের মুখোমুখি ইতিহাসের মহানায়ক

৮ জানুয়ারি ১৯৭২, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তিলাভের পর, ঐ দিনই একটি বিশেষ বিমানে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। বঙ্গবন্ধুকে সেখানে স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মিশনে যোগ দেয়া তিন তরুণ কুটনৈতিক। মহিউদ্দিন আহমেদ ছিলেন তাঁদের একজন।

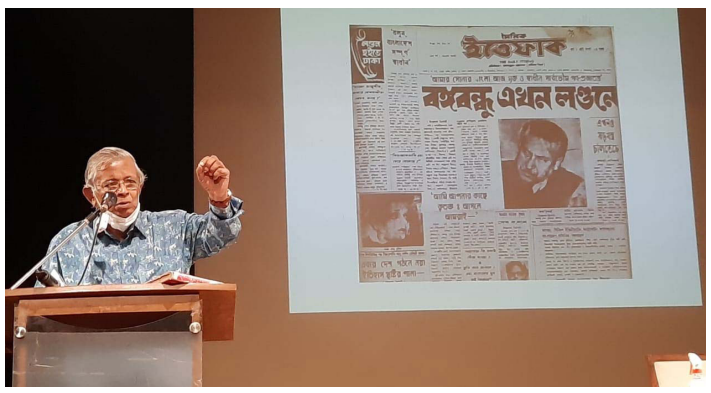

বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যান ক্লারিজ হোটেলে। যুক্তরাজ্যে বঙ্গবন্ধুর দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালনকালে তিনি তাঁর সাথে ছিলেন।

অতিমারির বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের প্রায় নয় মাস পরে ঐ দিনটিতে জাদুঘরের মিলনায়তনে দর্শক–শ্রোতার উপস্থিতিতে 'কারাশৃঙ্খল ভেঙে লন্ডনে বঙ্গবন্ধু : বিশ্বের মুখোমুখি ইতিহাসের মহানায়ক' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠানে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সেই দিনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন মুক্তিযোদ্ধা কুটনীতিবিদ মহিউদ্দিন আহমেদ, তৎকালীন বাংলাদেশ মিশনের তরুণ সদস্য ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে উপস্থিত প্রায় ৫০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, তরুণ গবেষক, মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্টজনেরা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শুনলেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, বিরোধী দলীয় নেতাসহ বিশিষ্টজনদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাতের বর্ণনা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, লন্ডনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর জন্য লিখিত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়ায় বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানানোর কথা উল্লেখ থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃটেনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেন বক্তা মহিউদ্দিন আহমেদ। সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন না করেও লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তান দুতাবাসের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে পূর্ব পাকিস্তান বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। এভাবে পরোক্ষ সমর্থনের আরও কিছু উদাহরণ তিনি তুলে ধরেন।

স্মৃতিচারণ শেষে মিলনায়তনে উপস্থিত তরুণ দর্শকরা বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সকলের প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রফিকুল ইসলাম। মহিউদ্দিন আহমেদ-এর পরিচিতি পাঠ করেন আমেনা খাতুন। সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে মহিউদ্দিন আহমেদ ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রদর্শনী 'অন্ধকার থেকে আলোয়' উদ্বোধন করেন।

আমেনা খাতুন

গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স

৪-৩১ ডিসেম্বর ২০২০

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দকে বিদায় জানালো ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ 'গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স"-এর সফল সমাপনী আয়োজনের মধ্য দিয়ে। এই সমাপনীর সাথে সূচনা হলো ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের। তরুণ প্রজন্মের গবেষকদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে মানসম্মত গবেষণায় সম্পৃক্ত করতে এই প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের দিক নির্দেশনায়, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের তত্ত্বাবধানে কোর্সটি পরিচালিত হয়। নভেম্বর মাসে কোর্সের ঘোষণা প্রচারিত হলে অসংখ্য আবেদন জমা পড়ে। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ৪৩ জন নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে ৪ ডিসেম্বর

কোর্সটি শুরু হয় কোর্স উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক এবং মূখ্য প্রশিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের গবেষণা সংক্রান্ত সাধারণ ধারণা বিষয়ের অধিবেশন দিয়ে। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও কলা অনুষদের ডিন ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দারা শামসুদ্দীন, মফিদুল হক, ড. মোহাম্মদ সেলিম, ড. আশফাক হোসেন এবং তরুণ গবেষক মাহবুব সোবহানী প্রশিক্ষক হিসেবে গবেষণার বিষয় নির্বাচন, নকশা প্রণয়ন থেকে শুরু করে গবেষণা করার ক্ষেত্রে প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা কোর্স শেষে তাদের গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ

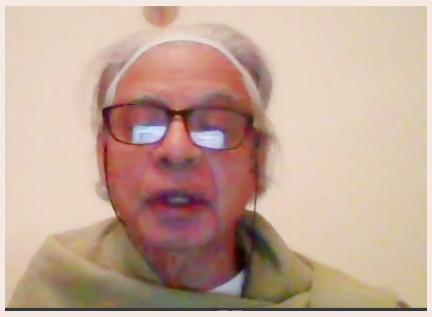

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত প্রায় মাসব্যাপী সমাজবিজ্ঞান গবেষণার উপর কর্মশালাটি বিদ্যমান অতিমারি পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রায় ত্রিশ জন অংশগ্রহণকারী নিজ নিজ গবেষণার ভাবনাগুলো নবীন গবেষকসুলভ অপরিপক্কতার সাথে উপস্থাপন করেছিলেন। এই অপরিপক্ক ভাবনাগুলিই ছিল এই কর্মশালার সবচেয়ে বড় পাওয়া- আমার কাছে। তারা সফলভাবে বোঝাতে পেরেছেন যে, বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত সশস্ত্র যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, মাত্রা ও পর্যায় সম্পর্কে তাদের এক প্রকার ধারনা আছে। একই সঙ্গে আমাদের এই উপলব্ধিও হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র এবং গবেষণা পদ্ধতি আরও নির্দিষ্ট করে শনাক্ত করা প্রয়োজন।

নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের এলাকা ছিল তিনটি : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্যসমূহ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গন। সময়ের বিচারেও তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সশস্ত্র যুদ্ধের পূর্ববর্তীকাল, সশস্ত্র যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়। এই তিনটি পর্যায়ের প্রক্রিয়া, ঘটনা, ঘটনার স্থান, তারিখ, পক্ষে-বিপক্ষের শক্তি, দল ও ব্যক্তি– এইসবই আমাদের গবেষণার লক্ষ্য হতে পারে। আমরা কেবলই তথ্য সংগ্রহ করতে চাইতে পারি- এটাও গবেষণার লক্ষ্য হতেই পারে। সেই সঙ্গে প্রক্রিয়া এবং কারণও জানতে চাই এবং সবশেষে কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাই। স্বাভাবিকভাবে গবেষণার প্রশ্ন- অর্থাৎ আমরা কী জানতে চাই- সে অনুসারে গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ করে নিতে হবে।

আমাদের বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণায় সর্বাপেক্ষা বড় চ্যালেঞ্জ হবে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল পদ্ধতি বজায় রাখা। যে কোন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নিয়ে গবেষণায় এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগে কঠোর সতর্কতা প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সতর্কতা রক্ষার কৌশল ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব। মুক্তিযুদ্ধের কোন বিষয়ের গবেষণা হবে (গবেষণার সমস্যা ও প্রশ্ন নির্ধারণ), কোন পদ্ধতিতে গবেষণা হবে, তথ্যের উৎস, ইত্যাদি বিষয় শনাক্ত হলে দৃষ্টিভঙ্গিগত সতর্কতার প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যায়।

মোদ্দাকথা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত সমাজ বিজ্ঞান গবেষণার উপর কর্মশালাটি একাধিক কারণে প্রশংসার দাবীদার। অতিমারির এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন মানের নেটওয়ার্ক নিয়ে, কেবল ভার্চুয়াল মাধ্যমে এতদিনব্যাপী এতো মানুষের মিলন ঘটানো একটা বড় ঘটনা। এই কর্মশালা আমাদেরকে এরপরের ধাপের কর্মশালা আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা এবং বিষয় সনাক্ত করতে সাহায্য করেছে। এই কারণেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের সকলের ধন্যবাদ পেতে পারে।

অধ্যাপক দারা শামসুদ্দীন
প্রশিক্ষক, গবেষণাপদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স

গবেষণা পদ্ধতি কোর্সে অর্জিত অভিজ্ঞতা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা পদ্ধতি কোর্সের বিষয়টি আমি অনলাইনে জানতে পেরেছিলাম। সেখানে আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল স্নাতকোত্তর শ্রেণি। আমি সম্মান প্রথম বর্ষের ছাত্র। এই কোর্সের জন্য আবেদনের যোগ্যতা ছিল না। তবুও কোনভাবেই কোর্সের সুযোগ ছাড়তে চাচ্ছিলাম না। নিজের যোগ্যতার বিবেচনা না করেই আমি আবেদন করে ফেলি। আশংকা হচ্ছিলো, তারা কি আমাকে নেবে? পয়লা ডিসেম্বর আমি ইতিবাচক মেইল পেলাম। মেইলটি পেয়ে খুবই খুশি হই, উত্তেজনা নিয়ে ক্লাস শুরু হবার অপেক্ষা করি। ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ক্লাস শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হককে আমি এর আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখেছি। সেদিন তিনি আমাদের স্বাগত জানান। এরপর আমাদের (শিক্ষার্থীদের) চমকের পালা। একে একে কিংবদন্তিতুল্য শিক্ষকরা আমাদের ক্লাস নিলেন। ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ড. মোহাম্মদ সেলিম, ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, আমার প্রিয় অধ্যাপক ড. দারা শামসুদ্দীন স্যারেরা আমাদের ক্লাস নিয়েছেন।

প্রথমদিকের ক্লাসগুলো করেই একটা বিষয় বুঝে যাই, গবেষণা করা যতটা সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ নয়। সামান্য বিশেষণের ব্যবহারও এতো কঠিন হতে পারে, এতো সতর্কভাবে বিশেষণ ব্যবহার করতে হয়- সেসব শিখেই বুঝে গিয়েছিলাম গবেষণা কোন সৌখিন কাজ নয়। দীর্ঘ পরিশ্রম আর ধৈর্য্য নিয়ে গবেষণা করতে হবে। এ জন্যেই সম্ভবত সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যার প্রথম ক্লাসেই বলেছিলেন, 'গবেষণা পদ্ধতি শেখার পর গবেষণা করা আরও কঠিন হয়ে যাবে'। সত্যিই এখন গবেষণার বিষয়ে একটি শব্দ লেখাও কঠিন। কোন বিষয়ে একগাদা ফিরিস্তি তথ্য দিলেই যে তা গবেষণা হয়ে যায় না, প্রতিটি শব্দকে প্রাসঙ্গিক করে তার সুচিন্তিত বিশ্লেষণে গবেষণা হয় এই শিক্ষাটিই ছিল এই কোর্সের মূল প্রতিপাদ্য।

এখন যে কোন বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখতে গেলেই অপ্রাসঙ্গিক প্রতিটি শব্দ বাদ দেবার চেষ্টা করি। বানান, সমাস, শুদ্ধ ব্যাকরণ যতটা সম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করি। চেষ্টা হয়তো সফল হয় না। কিন্তু এই যে চেষ্টাটুকু করছি তা এই কোর্সের আগে কখনো করিনি। এজন্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে সম্ভবত সারাজীবন ঋণী থাকতে হবে। জীবনের কোন একটি মাসে আমি এতোটা ঋদ্ধ হইনি যতটা হয়েছি গত ডিসেম্বরে এই কোর্সটি করার মাধ্যমে।

ইরফান আহমেদ

প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়ে আমার উপলব্ধি

সাল ২০২০। যখন করোনা মহামারীতে সমস্ত পৃথিবী থমকে আছে। জনজীবন গৃহবন্দী। তখন বছর শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি দারুণ সুযোগ করে দিল গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মধ্য দিয়ে। জীবন চলমান। এইরকম ঘরবন্দী সময়েই আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে ভার্চুয়াল পৃথিবীতে যোগ দিলাম। মিলন হলো দুই প্রজন্মের মধ্যে, আদান-প্রদান হলো মুক্তিযুদ্ধ ও শেকড়ের অনুসন্ধানের গল্প।

কোর্সটি এক দিকে যেমন গবেষণার পদ্ধতিগত বিষয়ের খুঁটিনাটি বুঝতে সক্ষম করেছে তেমনি আমাদের মতো তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আগ্রহ, ভাবনা প্রজ্জ্বলিত করে দেয়ার অবকাশও সৃষ্টি করেছে। গবেষণা কি, গবেষণা নকশা কি, নকশা প্রণয়ন-এর গুরুত্ব, উপাদান, গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, অনুমান গঠন, গবেষকের নৈতিক দায়িত্ব- এসব বিষয়ে যেমন বিস্তারিত জানার সুযোগ পেয়েছি তেমনি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গবেষণা, মুক্তিযুদ্ধের মানচিত্র প্রণয়ন এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শ ছিল বাড়তি পাওনা। সব থেকে বড় প্রাপ্তি ছিল অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যারের সাথে সরাসরি ক্লাস করা ও কথা বলার সুযোগ।

মুক্তিযুদ্ধের মানচিত্র প্রণয়ন বিষয়ক ক্লাসটি করিয়েছিলেন অধ্যাপক দারা শামসুদ্দীন স্যার, যা ছিল এই কোর্সটিতে আমার অন্যতম আগ্রহের বিষয়। এ ছাড়াও মফিদুল হক, ড. মোহাম্মদ সেলিম, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ড. আশফাক হোসেন, মাহবুব সোবহানী প্রমুখ গুণীজনের সান্নিধ্য আমাকে করেছে সমৃদ্ধ।

এই কোর্সটি করার কিছুকাল আগে থেকেই আমাকে একটি বিষয় ভাবাচ্ছিল। তা হলো আমি আমার দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কতটুকু জানি? তার সাথে আমার সম্পৃক্ততা কোথায়? আমার দায়বোধ কি?

এমন সময়ই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত গবেষণা প্রশিক্ষণ কোর্সটি আশীর্বাদ হয়ে এলো। আমি যেন একটি আলোর রেখা দেখতে পেলাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত কোর্সটি আমার মধ্যে শুধু উদ্দীপনাই জাগিয়েছে তা নয়, আমার চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগামীতেও তরুণ প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরাও যেন কিছু করে যেতে পারি সেই ঋণে করবে ঋণী। সর্বোপরি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে জানাই অপরিমেয় ভালোবাসা, বিজয়ের শুভ মাসে আমাকে এত সুন্দর একটি কোর্সের অংশীদার করে নেওয়ার জন্য।

লাবনী আশরাফি, গবেষক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা

জর্ডানে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত

মুজিববর্ষ ওয়েবিনার-১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সোনার বাংলার স্বপ্ন

বিগত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস অনলাইনে আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই ওয়েবিনারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি ছাড়াও যোগ দেন প্যালেস্টাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. রিয়াদ মালকি। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, জর্ডানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী শাহ আলী ফরহাদ ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ওয়েবিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আলোচনায় আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর অবদান বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হয়। প্যালেস্টাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. রিয়াদ মালকি স্মরণ করেন যে, সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে ইসরায়েলের প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি প্যালেস্টাইনী জনগণের মুক্তি আন্দোলনের নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করেন।
মফিদুল হকের আলোচনায় বৃহত্তর পটভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। তাঁর আলোচনার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো।

Excerpts from the Discussion by

Mofidul Hoque

While speaking at the webinar organized in the Hashemite Kingdom of Jordan I wonder at the historical affinity of the two nations. We used to say about Bangladesh that the state is new but the civilization ancient, as history of Bengal dates back to about two thousand years when various waves of civilisation flowed over the land to mingle together to give the people its unique Bengali identity. Harmony in diversity of religion and ethnicity has been a salient feature of the land. The same is true of Jordan, the state being born in 1946 with a great historical past to be proud of. Jordan is a citadel of civilisation, a place where different cultures met and overlapped each other. Embracing diversity and promoting inclusiveness forms the basis of both the state.

Sheikh Mujibur Rahman was born at a remote village of Tungipara on 17 March 1920, and had his early education at rural and small town schools. He came to the cosmopolitan city of Kolkata to get higher education which also provided him the exposure to metropolitan culture. With the end of colonial rule and partition of India he settled in Dhaka, the capital of newly created Eastern Province of Pakistan.

Foreign Minister of Palestine

Right from the begining Pakistan became a centralised state with the Western wing dominating over the Eastern part. The first major conflict arose on the question of language when Bengali, the mother tongue of the Bengali people who constituted 56% of the population, was not recognised as one of the state languages. Sheikh Mujib, the youth leader was at the forefront of the protest and was arrested and jailed on 14 March, 1948, only months after the establishment of Pakistan. That was the beginning of life-long crusade of Sheikh Mujib, to establish the rights of the Bengali people and ensure opportunity for them to freely pursue their political, economic, social and cultural development. He championed the Bengali national identity that embraces Muslims, Hindus, Buddhists and Christians irrespective of their religious or ethnic identity, bonded together by their common linguistic cultural identity.

Bangabandhu will ever be remembered for what he was achieved and the ideals he represented. His great contribution to history is gradually getting more and more recognised. A glaring example is the recognition of 7 March speech as Memory of the World by UNESCO in 2017. In the citation of this recognition UNESCO observed :

"The speech constitute a faithful documentation of how the failure of post-colonial nation-state to develop inclusive, democratic society alienate their population belonging to different ethnic, cultural, linguistic or religious groups.

The speech effectively declared the independence of Bangladesh."

Bangabandhu Sheikh Mujib took his rightful place among the leaders of the third world liberation struggles. He was a good friend of Indira Gandhi, Houari Boumedine, Joseph Broz Tito, Yasser Arafat, Fidel Castro, Anwar Sadat and others. He took special care to build-up ties with Arab countries. He send his personal emmisary to the Islamic countries. He was a great champion of the Palestinian cause.

স্মৃতির পথে হাঁটা

১৯৯৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা

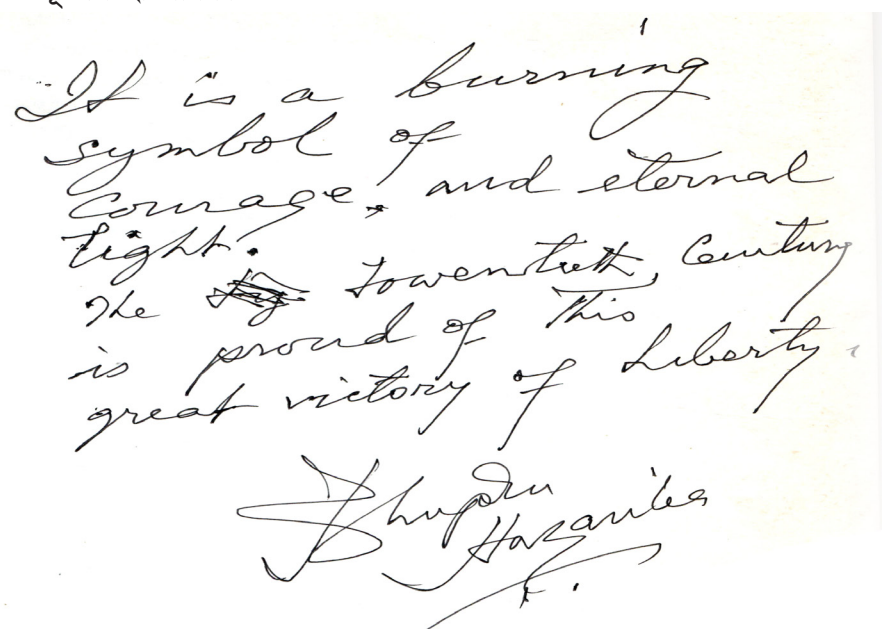

টিজেএএন-সিএসজিজের ওয়েবিনার সিরিজের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক (টিজেএএন)-এর যৌথ উদ্যোগে চারটি ওয়েবিনার সিরিজের শেষ পর্ব ২৮ ডিসেম্বর ২০২০, বিকেল চারটায় অনুষ্ঠিত হয়। এশীয় অঞ্চল জুড়ে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা প্রসারের লক্ষ্যে টিজেএএন এবং সিএসজিজে একই সাথে নানাধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় উত্তরণকালীন বিচার ব্যবস্থা কিংবা ট্রানজিশনাল জাস্টিস পদ্ধতির সাথে এশীয় অঞ্চলের পরিচয় সাধন এই ওয়েবিনার সিরিজের মূল লক্ষ্য। যার ফলে, ট্রানজিশনাল জাস্টিসের মূল স্তম্ভগুলো কেন্দ্র করে ওয়েবিনারগুলো পরিচালিত হয়েছে।

এবারের যৌথ ওয়েবিনারের শিরোনাম ছিল, এশিয়ান এপ্রোচেস টু ট্রুথ এন্ড রিকনসিলিয়েশন। ওয়েবিনারটিতে থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশের দুইজন বক্তা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে স্ব স্ব দেশের আইনী ব্যবস্থায় সত্য অনুসন্ধান এবং জবাবদিহিতার গুরুত্ব মেলে ধরেন। সিএসজিজের প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট হাসান মাহমুদ অয়ন ওয়েবিনার সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন। ওয়েবিনারে সোমচই হোমলর থাইল্যান্ড এবং ইমরান আজাদ বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

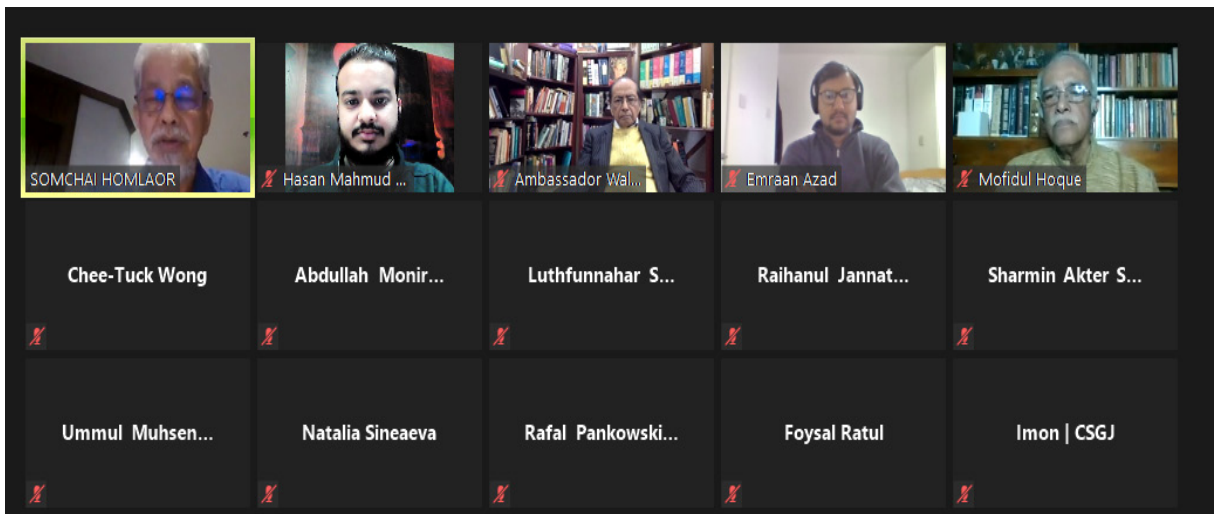

সোমচই হোমলর তাঁর বক্তব্যের শুরুতে থাইল্যান্ডের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি থাইল্যান্ডের সাম্প্রতিক সময়ের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষত তরুণ শিক্ষার্থীদের দাবীর মুখে জেনারেল প্রায়ুথ চ্যান-ওচার সামরিক শাসনের পতনের কথাও উঠে আসে তার বক্তব্যের শুরুতেই। তিনি উক্ত আন্দোলনের পটভূমি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরে জানান কীভাবে থাইল্যান্ডে সামরিক বাহিনীর সাথে বারংবার গণতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলনরতদের সংঘর্ষ হয় এবং যার ফলস্বরূপ এই প্রাণহানি ও গণহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন, সেনা অভ্যুত্থানের সময় যারা থাইল্যান্ড ছেড়ে ইউরোপে নির্বাসিত হয়েছিলেন, তারা পরবর্তীতে নানাভাবে অতীতের নৃশংসতা সম্পর্কে তথ্য এবং প্রমাণাদি সরবরাহের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তরুণ শিক্ষার্থীরাও তাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে নৃশংসতার সত্যতার যেসব প্রমাণাদি পেয়েছিল সেসবও তৎকালীন সামরিক সরকার মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। যদিও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে তা আর সম্ভব হয়নি।

অতঃপর সোমচই হোমলর তৎকালীন সরকারের বিগত ৫০ বছরের আইনলঙ্ঘন এবং নানাবিধ মানবতাবিরোধী অপরাধ ধামাচাপা দিতে তৈরি করা নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি সত্য উদঘাটনে থাইল্যান্ডের ট্রুথ এন্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশনের প্রতিবেদনের কথাও বর্ণনা করেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনার শুরুতেই ইমরান আজাদ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে জোর দেয়া হলেও, সত্য এবং সমঝোতা সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করা হয়। তিনি আরো বলেন, সত্য জানার অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও বাংলাদেশের আইন কাঠামোতে এটি খুব বেশি স্বীকৃতি পায়নি। একাত্তরের গণহত্যার পর থেকে এ পর্যন্ত সত্য উদঘাটনের বিভিন্ন প্রয়াস উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিশন, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, গণআদালত, গণতদন্ত কমিটি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তানের হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও পরবর্তীতে এর ১২টি কপির একটি ছাড়া বাকি সবগুলোই নষ্ট করে ফেলা হয়। পাকিস্তান সরকার এই রিপোর্ট সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করতে অপারগতা প্রকাশ করে।

তিনি ১৯৭৫ সালের পর দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে সত্য এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় বাধা হিসেবে তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমরা ভুক্তভুগীদের ন্যায়বিচারের কথা বলে থাকি, কিন্তু পাকিস্তানে জাতীয় পর্যায়ে গণহত্যার স্বীকৃতি ও ভুক্তভুগীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া কীভাবে তাদের সাথে পুনর্মিলন সম্ভব?

ওয়েবিনারের শেষপর্যায়ে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল যেখানে অংশগ্রহণকারীরা সরাসরি বক্তাদের সাথে আলাপচারিতার সুযোগ পান। অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত এই ওয়েবিনার সিরিজটি সেন্টার ফর দি স্ট্যাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের পরিচালক মফিদুল হকের সমাপনী বক্তব্য এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ : পাকিস্তানি শৃঙ্খল থেকে বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তি দিবস স্মরণে মাসব্যাপী প্রদর্শনী

স্বাধীনতার গানে ‘বিজয় উদযাপন’

২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করতে যাচ্ছে। ২০২০ সালটি বাংলাদেশের জন্য ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

কোভিড পরিস্থিতির কারণে ৪৯ তম বিজয় দিবস সাড়ম্বরে পালন করা যায়নি। সেই আক্ষেপ তো আছেই। তবে সেই আক্ষেপ অনেকটাই ঘুচিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভার্চুয়াল আয়োজন।

করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবার মানবাধিকার দিবস থেকে বিজয় দিবস সপ্তাহব্যাপী ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পাতায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের শেষ দিনে বিজয় দিবসের সকালে জাদুঘর প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পাতায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। বিজয়ের রাতে ছিল বর্ণাঢ্য কনসার্ট আয়োজন। দেশের জনপ্রিয় ৬টি ব্যান্ড দল ‘সংস অফ ফ্রিডম কনসার্টে’ সঙ্গীত পরিবেশন করে। কনসার্টটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মী রফিকুল ইসলাম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি’র সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কনসার্ট শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, দুই লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসাদুজ্জামান নূর বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে স্বাধীনতার মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং বঙ্গবন্ধুর আর্দশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই মূল্যবোধগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি নতুন প্রজন্ম তাদের চেতনার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে ধরে রাখবে।

আসাদুজ্জামান নূরের সূচনা বক্তব্যের পর এবার কনসার্ট উপভোগের পালা। দেশের জনপ্রিয় ছয়টি ব্যান্ডদল তিনটি করে গান পরিবেশন করে। ‘সংস অফ ফ্রিডমের’ সূচনা পর্বে সভ্যতা অ্যান্ড ব্যান্ড পরিবেশন করে ‘সব ক’টা জানালা খুলে দাও না’ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় গান ‘সব ক’টা জানালা খুলে দাও না’ সভ্যতা অ্যান্ড ব্যান্ডের ফিউশনধর্মী পরিবেশনা ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। পর্দায় যখন সভত্যা অ্যান্ড ব্যান্ড গাইছে ‘সময়টা থমকে আছে যে’ তখন সত্যিই যেন মনে হচ্ছিল সময়টা থমকে আছে। ফিউশনধর্মী পরিবেশনার রেশ কাটতে না কাটতেই সভ্যতা অ্যান্ড ব্যান্ড আরও একটি গান পরিবেশন করে।

এরপর ‘সংস অফ ফ্রিডমের’ মঞ্চে আর্বিভাব ঘটে ব্যান্ড দল পার্থিবের। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় গান ‘তীর হারা এই টেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে’ পরিবেশনের পাশাপশি পার্থিব তাদের জনপ্রিয় ‘বাংলাদেশ’ এবং ‘মুক্তিযুদ্ধ’ গান দুটি পরিবেশন করে।

ব্যান্ড দল আঁচলের ‘পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল’ গানটির ব্যান্ডধর্মী ভিন্ন ধরনের পরিবেশনা ভার্চুয়াল দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। পরে ব্যান্ড দলটি আরও দুটি সঙ্গীত পরিবেশন করে।

ব্যান্ড দল স্পন্দন গেয়ে শোনায় ‘জয় বাংলা বাংলার জয়, ‘হায়রে হায় আজব লীলা সাঁই, কি খেলা খেইল্লা গেলি রঙিন দুনিয়ায়’সহ আরও দুটি গান।

ব্যান্ড পরাহ্-এর ‘ধন ধান্য পুস্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’সহ আরও দুটি পরিবেশনা ভাচুর্য়াল দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

‘সংস অফ ফ্রিডম’ কনসার্টে সর্বশেষ পরিবেশনা ছিল জনপ্রিয় ব্যান্ড দল মাকসুদ ও ঢাকার। মাকসুদ ও ঢাকা গেয়ে শোনায় তাদের জনপ্রিয় গান ‘আমায় ক্ষমা করো মাগো’। গানটির মধ্য দিয়ে নিবেদিত প্রার্থনা যেন দেশমাতৃকার কাছে আমাদের সমস্ত অপরাধ তুলে ধরছিল। এছাড়া তারা গেয়ে শোনায় তাদের জনপ্রিয় গান ‘বাংলাদেশ’ ও জর্জ হ্যারিসনের ‘বাংলাদেশ’ গানটি।

কোভিড পরিস্থিতি আমাদের ঘরবন্দী রাখলেও মুজিববর্ষে বিজয় উদযাপনের কোন কমতি ছিল না। অন্তত ভাচুর্য়াল কনসার্ট ‘সংস অফ ফ্রিডমের’ বর্ণিল আয়োজন যেন সেই কথাই জানান দিচ্ছে।

মির্জা মাহমুদ আহমেদ

স্মরণ

রনজিত কুমার : নির্জনতা ও শূন্যতায় ঘেরা সাধক

‘নির্জনতা আমার মা। নির্জনতা আমার ভালো লাগে। মাকেও আমার ভালো লাগে। নির্জনতায় ডুবে আমি পাই আনন্দের সন্ধান। মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়েও পাই আনন্দের সন্ধান। নির্জনতা আমার মগজে তুলে দেয় হিরন্ময় অনুভূতি। আর সৃজন যে করে সে তো স্রষ্টা। আমার মাও তো স্রষ্টা। নির্জনতা স্রষ্টা, মা স্রষ্টা, তাই নির্জনতা আমার মা। শূন্যতা আমার মা। শূন্যতা তৈরি করে চাহিদা, তৈরি করে তাগিদ। তাগিদ থেকে আসে প্রেরণা। প্রেরণার অনুপ্রেরণার রসে জন্ম নেয় নতুন নতুন কাজ। এ নতুন কাজ সমাজকে ভাঙ্গে গড়ে এগিয়ে নেয়... শূন্যতা স্রষ্টা, তাই শূন্যতা আমার মা।’’

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত কর্মকর্তা রনজিত কুমারকে খুঁজে ফিরতে হয় তার লেখনির মাঝে। বাহ্যিক জীবনাচরণে তিনি ছিলেন কিছুটা অগোছালো, ঢিমেতালে চলা, আমুদে একজন মানুষ, তথাকথিত স্মার্ট বা এ্যাকটিভ নয়। বাইরের এই মানুষটিকে কেউ ব্যাখ্যা করলে সেটি তাঁর প্রতি ন্যায় বিচার হবে না। রনজিত কুমারের সঠিক পরিচয় পেতে চাইলে হাতে নিতে হবে তাঁর লেখা। উপরে উদ্ধৃত তাঁর লেখা সামান্য কয়েকটি বাক্য বোঝার চেষ্টা করলেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে একজন কর্ম-সাধক রনজিত কুমারকে, তার আদর্শের ভুবনকে। মেধাবী, সৃষ্টিশীল মানুষটি খ্যাতির শিখরে পৌঁছাতে পারেন নি, সেটি তার ব্যর্থতা নয়, নেপথ্য কারণ আমাদের সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতা, জন্মসূত্রে পাওয়া তাঁর ধর্মীয় পরিচয় এবং আদর্শিক সূত্রে বহন করা রাজনৈতিক পরিচয়।

তাঁর সার্থকতা ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির উর্ধ্বে উঠে আদর্শিক অবস্থানে আমৃত্যু অবিচল অটল থাকায়, এক জীবনে নিরলস সাধনায় লিপ্ত থাকা বিশাল কর্মযজ্ঞে। এই সার্থকতার প্রমাণ মেলে ৩ জানুয়ারি ২০১৯, নারায়ণগঞ্জ শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে তার প্রতি হাজারো মানুষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। রনজিত কুমারের আদর্শ এবং জীবনচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পাওয়া যায় এক ধরনের দায়বদ্ধতা, দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পরের প্রজন্মের শিশুদের প্রতি। কবির মতোন তিনিও যেন আগামীকাল যে শিশু জন্ম নেবে তাদের জন্য এমন এক স্বদেশের স্বপ্ন দেখতেন, যে স্বদেশে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, অর্থনৈতিক অবস্থান, আদর্শিক অবস্থান বিবেচনায় না নিয়ে সব শিশু সমান সুযোগ পাবে বেড়ে ওঠার। তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল দু’টি, প্রথমটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, দ্বিতীয়টি নারায়ণগঞ্জের সাংস্কৃতিক জগৎ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তাঁর সম্পৃক্ততায় জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করে গেছেন এক ব্যতিক্রমী মাত্রায়। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা ও দুঃখগাথার সঠিক ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিবেদিত। এই লক্ষ্য পূরণে রনজিত কুমারের ছিল বিশেষ ভূমিকা। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে তিনি যে প্রান্তেই ভ্রমণ করেছেন সেখানেই তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে বিলিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ আর চেতনা। শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের মৌখিকভাষ্য সংগ্রহে। বলা যায়, যে সকল শিক্ষার্থী তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিকটজনের কাছে মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা শুনেছেন, তাদের মনে দেশাত্ববোধের চেতনা স্থায়ী হবে। এভাবে রনজিত কুমারের সক্রিয় প্রচেষ্টায় সংগৃহিত হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার মৌখিকভাষ্য। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই সংগ্রহ গবেষকদের জন্য তৈরি করেছে গবেষণার নতুন ক্ষেত্র।

এই একটি কর্মই তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করার জন্য যথেষ্ট হতে পারতো, তবে রনজিত কুমার এখানেই তার দায়বদ্ধতার সীমারেখা টানেন নি। সামাজিক মুক্তির সাথে সাথে সাংস্কৃতিক মুক্তিও যে তাঁর স্বপ্নের স্বদেশ গঠনে অপরিহার্য এটি তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই নারায়ণগঞ্জের কিশোর-তরুণদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত করে তাদের মাঝে অসাম্প্রদায়িক ভাবনার বিস্তারে নিরলসভাবে কাজ করেছেন শেষ পর্যন্ত। ২০১৮-এর ডিসেম্বর, তখন তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয়ে গেছে, ডাক্তার চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দিয়েছেন, প্রস্তুতি চলছে অপারেশনের। তিনি ডাক্তারের বারণ না মেনে নিয়মিত চারতলা সিঁড়ি ভেঙ্গে রিহার্সেল রুমে হাজির হতেন শিশু-কিশোরদের বিজয় দিবসের প্রস্তুতি স্বচক্ষে দেখতে, তাদের দিকনির্দেশনা দিতে। ১৪ ডিসেম্বর রাত ১০টায় সহকর্মী কামাল উদ্দিন ফোন করে জানতে পারেন তিনি তখন বিখ্যাত বোস কেবিনের নিত্য আড্ডায় ব্যস্ত সমমনা- সহযোদ্ধাদের সাথে। তাঁর বাসা থেকে বোস কেবিনের দূরত্ব অনেকটা। এতটা পথ অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রায় প্রতিদিন হাজির হতেন মনের ক্ষুধা মিটাতে। একজন মানবপ্রেমী, আড্ডাপ্রিয় আমুদে মানুষ কেন নির্জনতায় আনন্দ পেতেন, শূন্যতা কেন তাঁর ভেতর সৃষ্টির তাগিদ তৈরি করতো সেটি আরেক গল্প। ২০১৯-এর ২ জানুয়ারি নির্জনতার আড়ালে চলে যাওয়া রনজিত কুমার যে কথাটি রেখে গেছেন সেটি সম্ভবত শূন্য হতে হতে সৃষ্টির আনন্দে ভরে ওঠার গল্প, হতাশ হতে হতে আশার বাণী লিখে চলার গল্প। শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় স্মরণ করি এই নীরব সাধককে।

রেজিনা বেগম

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : একটি স্বপ্নের সুতিকাগার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে ডাকযোগে আক্কু চৌধুরী, আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকের, মফিদুল হক, ডা. সারওয়ার আলী, রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ও সারা যাকেরসহ ট্রাস্টিদের নাম সম্বলিত চিঠি আর ফোল্ডার পেতাম মাঝে মাঝে। একদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে একটা প্যাকেট এসে পৌঁছলো আমার ঠিকানায়। বেশ বড় প্যাকেট। খুলে দেখি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশিত কালো বর্ণের মলাটের অনেকগুলো বই। বইয়ের নাম '৭১: গণহত্যার দলিল'। প্রচ্ছদে আরো লেখা ছিলো, 1971 Documents on Crimes against Humanity Committed by Pakistan Army and their agents in Bangladesh during 1971. একটি চিঠিও পেলাম প্যাকেটের সাথে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের সদস্য হিসেবে আমি যেন বইগুলো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেই। হাতে পাওয়া মাত্রই অসাধারণ এই বইটি পড়তে শুরু করেছিলাম। ২৯৬ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ছিল কতো অজানা তথ্যের সমাহার বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দিয়েছিলাম। কতো জনের কতো প্রশ্ন ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে। বাঁকা কথাও শুনতে হয়েছে ভিন্নচেতনার মানুষের কাছে। আমার জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বইগুলো পৌঁছে দিয়ে আনন্দে ভরে উঠেছিল মন। কারণ, এই তথ্যগুলো সবাইকে জানানো কতোটা জরুরি বইটা পড়ে আমি তা অনুভব করেছিলাম। তারপর বহু বছর গড়িয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সেগুনবাগিচার সেই ছোট্টবাড়ি থেকে আজ বিশাল ভবনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে তো এরকমই দেখতে চাই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে সদা জাগ্রত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস, জানতে পারলাম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একটি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট চাঁপাইনবাবগঞ্জে আসছে। এই ইউনিটের সঙ্গে আছেন এ জেলার কৃতীসন্তান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী টোকাই স্রষ্টা অধ্যাপক রফিকুন্নবী র'নবী স্যার, জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী ও জিয়াউদ্দিন তারিক আলী। সঙ্গে আরো আছেন স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর সদাপ্রফুল্ল রঞ্জন কুমার সিংহ। পরপর কয়েকদিন আমরা একসাথে কাজ করেছি। কখনো প্রেসক্লাবে, কখনো মুক্তমহাদল ভবনে। চলেছে বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা, চলেছে পরবর্তী দিনের সফর নিয়ে আলোচনা। এসব নিয়ে দ্রুত কেটে গেছে দিনগুলো। অথচ আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, তখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তেমন কিছুই জানতে পারিনি। পাঠ্যপুস্তকে ৭ মার্চের ভাষণের কথা ছিলো না তখন, ছিল না বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে দেশ স্বাধীন হওয়ার ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আজকের প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস জানানোর যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সত্যি আনন্দের। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের পরিচয়, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের প্রাণশক্তি। মুক্তিযুদ্ধের তথ্য, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সবাইকে জানাতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখুক এটাই আমাদের কামনা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের হৃদয়ে যে স্বপ্ন জাগিয়েছিল সে কথা বলেই আমার লেখার ইতি টানবো। প্রথম যেদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখেছিলাম সেদিন আমার হৃদয়ে একটি ইচ্ছার জন্ম নিয়েছিল। সেদিন মনে করেছিলাম, আমি কি পারি না এ ধরণের একটি সংগ্রহশালা করতে? এ স্বপ্ন লালন করতে করতে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংগ্রহ করতে থাকি। স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও নীল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোকচিত্র ও বই নিয়ে ২০২০ সালে আমার প্রিয় শিক্ষাঙ্গন নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজে আমরা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি- 'মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্নার ও আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহশালা'। সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধুর সৈনিক অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শংকর কুমার কুন্ডুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে, যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দাঁড়িয়ে।

ড. মাযহারুল ইসলাম তরু
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

... কত প্রাণ হলো বলি দান

১৯৭১-এ ৩৮ জন তরুণ এক হয়ে 'বিশ্ববিবেক জাগরণ পদযাত্রী' দল তৈরি করে বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়ার জন্য কলকাতার বহরমপুর থেকে দিল্লীর মহাত্মা গান্ধীর সমাধীস্থল পর্যন্ত পৌঁছার লক্ষ্য নিয়ে পদযাত্রা করেছিলেন। একাত্তরের সেই পদযাত্রী দলের স্মৃতি বহন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার মহতি উদ্যোগ নিয়ে একদা একদল তরুণ স্বাধীন বাংলার পতাকা হাতে পদব্রজে ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জের ডালুরা স্মৃতিসৌধে যাবার পথে আমাদের বিদ্যালয়ের ফটকে এসে উপস্থিত হন। প্রথমে কিছুই অনুভূত হয়নি। যথারীতি তারুণ্যের দলকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদ্যালয়ের ভিতরে শিক্ষক মিলনায়তনে বসান হয়। অতঃপর পরিচয় তারপর তারুণ্যের দলটি জানালেন তারা শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলতে চান। প্রধান শিক্ষক জোৎস্না রহমান সেই মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। তারুণ দলটি যখন তাদের আসার উদ্দেশ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই।

সেইদিন আমি অবাক হলাম এই ছেলেগুলোর দেশপ্রেম দেখে। স্বাধীনতাত্তোর প্রজন্ম কী কমিটেড দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি। পায়ে হেঁটে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার তাগিদে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই তরুণদের প্রত্যয় দেখে আমিও ব্যাকুল হই। তারুণ্যের দল আমাদের বিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর আমি আমার সহকর্মী শ্যমলী চন্দের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আমার প্রস্তাবনা শুনে সাথে সাথে তিনিও একমত পোষণ করেন এবং অন্য সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করি। সেই দিন আমরা চারজন শিক্ষক একমাসের সরকারি বেতন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নির্মাণ তহবিলে উৎসর্গ করি। পরদিন প্রাত্যহিক সমাবেশে তরুণ দলের ব্রত 'আমাদের জাদুঘর আমরাই গড়ব' বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরি। তরুণ দলের ব্রত শুনে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে উৎসর্গ করলেন এক দিনের টিফিনের টাকা। আজ খুব শ্রদ্ধা ভরে মনে পড়ছে সদ্য প্রয়াত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকেরকে, যিনি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রায়ই খোঁজ খবর নিতেন। 'মৌলভীবাজারের সেই গার্লস স্কুলটি...' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর স্নেহধন্য হয়েছি বারংবার।

হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্পর্ক দেখতে দেখতে এগার বছর হয়ে গেল। ২০১০ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিজয় দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার জন্য আমাদের বিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমরা সদলবলে শিক্ষার্থী নিয়ে উপস্থিত হলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষের আপ্যায়নে অভিভূত হই।

সেই থেকে এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে মনের টানে জড়িয়ে পড়ি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে টাকা সংগ্রহ, ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মৌলভীবাজার জেলার পরিক্রমণে সম্পৃক্ত থাকা, শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রবীণদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প সংগ্রহ, মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার, বঙ্গবন্ধুর মৌলভীবাজার জেলায় আগমনের তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে বিভিন্ন আয়োজনে সামিল হওয়া আর এই সকল সম্পর্কের বিনেসুতার মালা তৈরি করার কারিগর রঞ্জন কুমার সিংহ ও সেই তরুণ শরীফ রেজার দল।

মাধুরী মজুমদার
সহকারী শিক্ষক ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক
হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার, সিলেট

শ্রদ্ধাঞ্জলি : জামালপুরের মুক্তিযোদ্ধা মামুন অর রশীদ

একাত্তরে জামালপুর অঞ্চলে গণহত্যা ও বধ্যভূমি, বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিসহ বিবিধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন মামুন অর রশীদ। এবং সেই সুবাদেই তিনি যুক্ত হন জামালপুর মুক্তিসংগ্রাম জাদুঘর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে। জামালপুরের গণহত্যা নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন নিষ্ঠাবান এক গবেষক হিসেবে। সরিষাবাড়ীর গণহত্যা, বিশেষতঃ বারইপটল-ফুলদহের পাড়া'র গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণের কাজও করেন তিনি। পাশাপাশি, জামালপুর অঞ্চলে একাত্তরের বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণের কাজটিও তিনি করেন। ৩৫টি বধ্যভূমির তালিকা তৈরি করেন।

২০০৫ সালে মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকসহ অনেক বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে বাউসীতে এবং বারইপটলে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্থাপন, মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশ ইত্যাদি কাজেও অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁর।

মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বারইপটল এলাকায় গণহত্যার স্মরণে ঐ এলাকার নাম শহীদনগর করার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রণী।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হলে জামালপুর-শেরপুর থেকে সাক্ষী সংগ্রহ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজও করেছেন তিনি।

২০১৩ সালে গণজাগরণ মঞ্চের সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে তারাকান্দিতে টানা ১২০ দিনের কর্মসূচির আয়োজন করেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত গণহত্যা বিষয়ে একাধিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

সদ্যপ্রয়াত এই বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক এক আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয় ৩ জানুয়ারি ১৯৭১, রবিবার। সমাবেশে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় ৪১৯ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৩ ও ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিজয়ী প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানান এবং ৪ জানুয়ারির পত্রপত্রিকায় শপথ গ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের পরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেনি পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসক। ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে ৭২-এর দশ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন কারাবন্দী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হলো ৩ জানুয়ারি ১৯৭১-এর শপথের অসম্পূর্ণ অংশটি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আর্কাইভস-এ সংরক্ষিত এ দু'টি শপথের দলিল নিয়ে এ আয়োজন।

৩ জানুয়ারি ১৯৭১ : শপথ নিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সংবাদ
SANGBAD
আওয়ামী লীগের ৪১৯ জন পরিষদ সদস্য কর্তৃক
আজ জনতার দরবারে শপথ গ্রহণ
আবার দিনে দুপুরে রাহাজানি
১৭ই জানুয়ারীর পর ঢাকায় মুজিব-ভুট্টো বৈঠক

দৈনিক পাকিস্তান
DAINIK PAKISTAN
কেউ রোধ করতে পারবে না

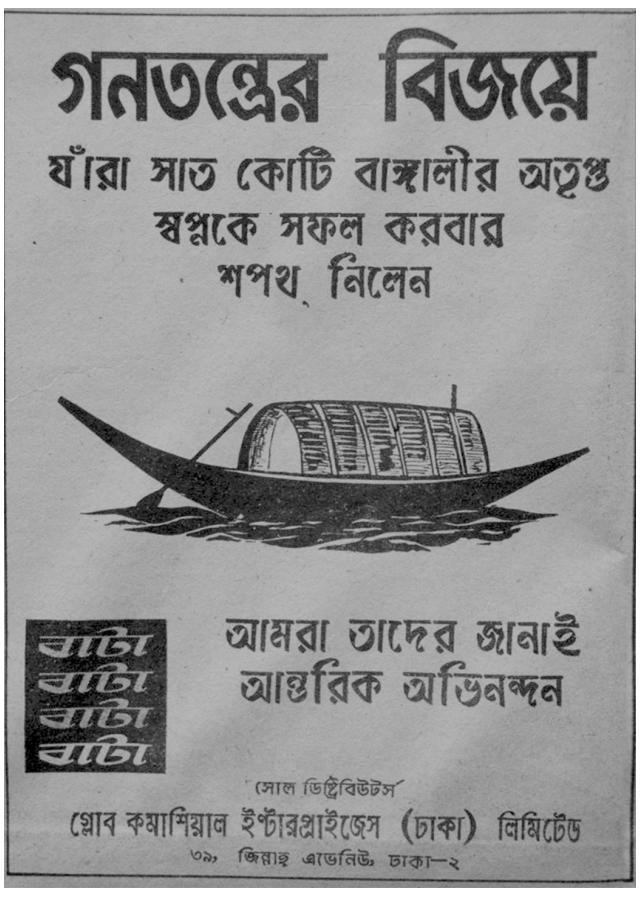

দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
গণপ্রতিনিধিদের শপথ
শোষণমুক্ত সুখী সমাজের বুনিয়াদ গড়ার সংকল্প
সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে
ভুল বটে!
দুর্গতদের রিলিফ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে কতিপয় সুপারিশ

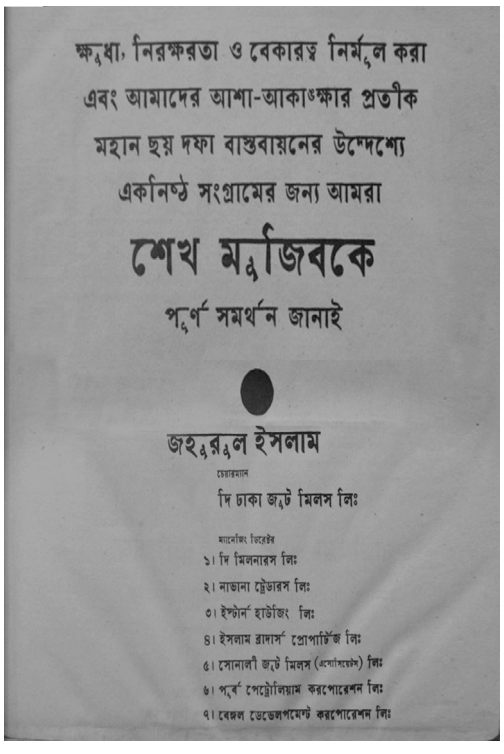

DAWN
FOUNDED BY QUAID-I-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH
KARACHI
Monday, January 4, 1971
CITIZEN A QUALITY WATCH AVAILABLE THROUGHOUT PAKISTAN
BRIGHT SHAFTING
Free Cutting Steel Used For Precision Work
GENERAL IRON & STEEL WORKS LTD.,
CONSTITUTION ON 6-POINT BASIS
Mujib wants peace with neighbours
Kashmir, Farakka issues to be settled with India amicably
AL to seek W. Wing co-operation also
Yahya congratulated for fulfilling pledge
Severe steps likely to curb trade malpractices
Ban on sale and purchase of cars
ML Regulation issued: prices to be fixed for dealers

রোববারের দৈনিক পাকিস্তান
আজ শপথ দিবস
মুজিব-ভুট্টো সমঝোতা বানচালই যাদের উদ্দেশ্য—
আপোস চলবে না
জামাতের পরবর্তী নেতা?
আজ স্টোল সার্ভিস চালু হচ্ছে

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ : শপথ নিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

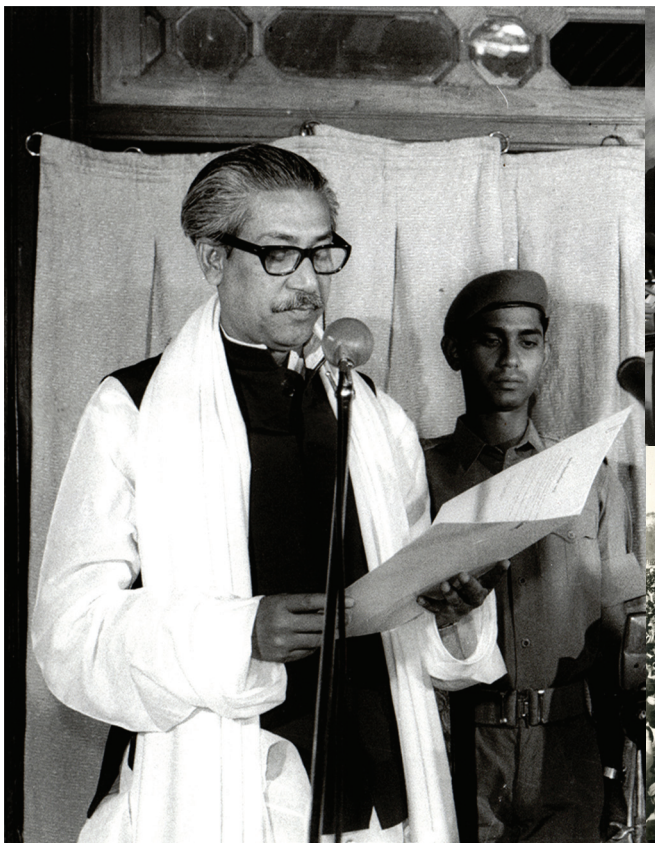

Newsweek

Mujib Takes Over In Joyous Bangladesh

By the hundreds of thousands, they turned out last week to welcome the man they call the *Bangabandhu*, the "Friend of Bengal." At Dacca Airport, they broke ranks and surged forward in a stupendous jostling match to catch a glimpse of him, to speak to him, to embrace him as he emerged from the gleaming white RAF Comet that had brought him home. They lined the entire 4-mile route from the airport, clambering onto rooftops and hanging from windows and balconies to shower flowers on the bunting-draped Dodge truck that took him into the city at an inch-by-inch pace through the streets clogged with well-wishers. "Oh, Mujib is here, Mujib is here," one student shouted over and over again, his tear-streaked face reflecting the near-hysterical emotions of the throng. "I've never seen crowds like it," marveled a veteran British diplomat as he surveyed the joyous pandemonium. "If this doesn't convince people who's in charge around here, then nothing will."

In fact, with the triumphal return of Sheikh Mujibur Rahman to his new nation last week, any lingering doubts about who was in charge were quickly dispelled. Almost everyone had expected that a tumultuous outpouring of public affection would greet the national hero of Bangladesh. Still, after the ordeal of his captivity in West Pakistan (page 11), many Bengalis wondered whether the 51-year-old Mujib would return to them as the same fiery leader they had once known. In short order, he demolished such fears. Despite the fatigue of his roundabout flight to freedom via London and New Delhi and the strain of poignant reunions with his family, his political colleagues and the cheering masses of his people, Mujib plunged with astonishing vigor and decisiveness into the task of asserting his command over Bangladesh.

"I want to tell you in clear and unambiguous terms that ours will be a secular, democratic socialist state," Mujib declared in his first official speech to his people as President of Bangladesh (a post to which he had been appointed while he was still under West Pakistani arrest). Then, only two days after his return and after almost nonstop consultations with aides, Mujib announced a provisional constitution setting up a parliamentary form of government, under which governing powers were placed primarily in the hands of a Prime Minister and his appointed Cabinet. Having thus reduced the Presidency to a largely ceremonial post, he promptly resigned that job, took up the Prime Ministership and rejuggled the portfolios of his ministers to form an expanded, twelve-member Cabinet.

While the moves had all the flavor of political musical chairs, there was clearly a method behind Mujib's manipulations. Significantly, the new Cabinet was composed entirely of Mujib's own Awami League loyalists; he made no attempt to share power with the more radical elements (such as the Mukti Bahini guerrillas) in the fledgling nation. To one Washington official, such concentration of power was wise at this point. "If he had given representation to every faction in

Mujib (center, on truck) in triumphal return to Dacca: Some doubts dispelled

১৩ জানুয়ারি ২০২১ অনুষ্ঠিত হলো অনলাইনে গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official